



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থার আওতায় একটি জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে

Posted On: 17 NOV 2017 10:53AM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর(জিএসটি) ব্যবস্থার আওতায় জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ (এনএএ)-এর চেয়ারম্যান এবং টেকনিক্যাল সদস্যদের জন্য পদ সৃষ্টি অনুমোদন করেছে। গতকাল বহুল প্রচলিত বিরাট সংখ্যক পণ্যদ্রব্যের জিএসটি-র হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এর ফলে, বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার জিএসটি হার কমার সুবিধা যাতে সাধারণ গ্রাহকরা পেতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যদ্রব্যগুলির দামকমে, তা নিশ্চিত করতে একটি শীর্ষ সংস্থা গঠনের পথ প্রশস্ত হবে।

এই কর্তৃপক্ষের প্রধান হবেন ভারত সরকারের সচিব পর্যায়ের একজন বরিষ্ঠ আধিকারিক। এছাড়াও, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির চারজন টেকনিক্যাল সদস্য এই কমিটিতে থাকবেন। জিএসটি হার হ্রাসের ফলে বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার দাম কমার সুবিধা যাতে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে যে সরকারবদ্ধ পরিকর, এর মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

স্মরণকরা যেতে পারে যে, ২০১৭-র ১৪ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ১৭৮টি পণ্যের জিএসটি হার ২৮শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি যুক্ত পণ্যের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ৫০টি। অনুরূপভাবে, এক বিরাট সংখ্যক পণ্যের জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও কমিয়ে সম্পূর্ণ কর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

জিএসটি আইনে যে মুনাফা বিরোধীতার পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তাতে সমস্ত ধরনের পণ্য দ্রব্যের ওপর জিএসটি-র কম হার এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর পূর্ণ সুবিধা যাতে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনো যায়, তার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা রয়েছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ, একটি স্থায়ী কমিটি এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি পর্যালোচনা কমিটি রয়েছে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সীমা শুল্ক ও অভ্যন্তরীণ শুল্ক পর্ষদে সুরক্ষা সংক্রান্ত মহানির্দেশনালয় (ডায়রেক্টরেট জেনারেল অফ সেফগার্ডস) রয়েছে।

যদিকোন গ্রাহক মনে করেন যে, কোন পণ্য বা পরিষেবার ওপর জিএসটি কমানোর সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন না, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পর্যালোচনা কমিটির কাছে তাঁরা লিখিতভাবে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বহুল প্রচলিত পণ্যের ওপর মুনাফা সংক্রান্ত ঘটনার জন্য গ্রাহকরা সরাসরি স্থায়ী কমিটির কাছে আবেদন জানাতে পারবেন। স্থায়ী কমিটি, এইসব আবেদনের প্রাথমিক বিবেচনার পর বিস্তারিত তদন্তের জন্য ডায়রেক্টরেট জেনারেল অফ সেফগার্ডস-এর কাছে পাঠাবে। এই সংস্থা তদন্তের পর তাদের প্রতিবেদন জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষকে জানাবে।

জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, মুনাফা বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী বা ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্রের দাম কমানোর নির্দেশ দেওয়ার অথবা পণ্য বা পরিষেবার বর্ধিত দাম সূদ সহ গ্রাহকদের ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। যে সব ক্ষেত্রে বেআইনি মুনাফা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক কল্যাণ তহবিলে তা জমা রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ দোষী ব্যবসায়িক সংস্থার ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং জিএসটি-র আওতায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে।

জাতীয় মুনাফা বিরোধী কর্তৃপক্ষ গঠনের ফলে গ্রাহকদের আস্থা বাড়বে এবং সাম্প্রতিক সময়ে জিএসটি হার কমার সুবিধা এবং সাধারণভাবে জিএসটি রূপায়ণের ফলে সুবিধাগুলি যাতে তাঁরা পান, তা সুনিশ্চিত হবে।

(Release ID: 1509934) Visitor Counter : 3

